

মমতার অভিযোগ নস্যাৎ পুণে পুলিশের

পুণে ও কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ পুণেতে খুন হওয়া পশ্চিমবঙ্গের এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাটিকে ‘ঘৃণাজনিত অপরাধ’ বলে দাবি করলেও পুণে গ্রামীণ পুলিশের বক্তব্য, মদ্যপ অবস্থায় বচসার জেরেই খুন হন ওই যুবক। ভাষা বা পরিচয়ের কারণে হত্যার কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি বলে জানানোছে পুলিশ। মৃত যুবকের নাম সুখেন মাহাতো (২৪)। বাড়ি পুকলিয়ার বান্দোয়ান। পরিবারের একমাত্র রোজগারের সদস্য ছিলেন তিনি। পুণে গ্রামীণ পুলিশের দাবি, ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে শিকরাপুর থানার অন্তর্গত কাকেরগাঁও এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। শিকরাপুর থানার ইন্সপেক্টর দীপ্রতন গায়কোয়া। জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সুখেন স্থানীয় একটি শিল্প কারখানায় কাজ করতেন। ঘটনার দিন বিকেল ৬টে নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরোলেও কর্মশ্রমে না গিয়ে কোরেগাঁও এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিলেন। সেই সময় দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বচসা বাড়ে। পুলিশের দাবি, সিসিটিভি ফুটেজ দেখা গিয়েছে, সুখেন টলমল অবস্থায় দুই



ব্যক্তির সঙ্গে তর্কে জড়াচ্ছেন। যদিও মারধরের দৃশ্য ধরা পড়েনি। পরে কাছাকাছি জায়গা থেকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হওয়া অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই বচসার জেরেই এই খুন। অভিযুক্তদের খোঁজে খাবেনা। শুক্র হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে মানিলা রজু হয়েছে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার এক্স-এ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনাকে ‘বর্বরোচিত হত্যা’ বলে আখ্যা দেন। তিনি লেখেন, ‘পুণেতে পুকলিয়ার বান্দোয়ানের ২৪ বছরের পরিযায়ী শ্রমিক সুখেন মাহাতোর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমি স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ ও শোকাহত। তার দাবি, এটি নিহত অপরাধ নয়, এটি ঘৃণাজনিত অপরাধ। ভাষা, পরিচয় ও শিকড়ের কারণে এক যুবককে লক্ষ্য করে হত্যা করা হয়েছে।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, দেশে এমন এক পরিশেষ তৈরি হয়েছে যেখানে তিনরাজার মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উদ্ভে দেওয়া হচ্ছে। অধিলেব দেসীরদের প্রেক্ষতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। সুখেনের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কোনও প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখা হবে না।’

এসআইআরে নজরদারি যথাযথ ছিল ? চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে আলোচনা তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূলের তরফে আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, এসআইআর নিয়ে দলের কর্মীদের চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করতে হবে। যেভাবেই হোক, রুখতে হবে বৈধ ভোটের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত। সেই মতো কাজ করত্যা হয়েছে, তার পর্যালোচনা শুরু করেছে রাজ্যের শাসক দল। চূড়ান্ত ভোটের তালিকা প্রকাশের আগে সাংগঠনিক রিভিউ করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই একটি ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে সর্বস্তরের কর্মীর সঙ্গে

প্রকাশ কমিশন বাদ দিয়েছিল কি না, সেই সংক্রান্ত বৃথাভিত্তিক রিপোর্ট থাকছে। এছাড়াও কমিশন যাঁদের ডেকেছিল, সবাই হাজির হয়েছিলেন কি না, কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর কমিশন রসিদ দিয়েছিল কি না- এসব যাবতীয় তথ্য একত্রিত করে একটি রিপোর্ট তৈরি করছে তৃণমূল। ‘মৃত’ ব্যক্তি ছাড়াও নির্দিষ্ট কোনো কারণে নাম বাদ পড়তে পারে, এমন তথ্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটের তালিকা প্রকাশিত হলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি



আলোচনা হবে বলে খবর। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এসআইআর স্হাননির সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে নির্বাচন কমিশন। তাই আগামী দু-তিন দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। সাংগঠনিকভাবে জেলায় জেলায় বার্তা দেওয়া হয়েছে, ১৪ তারিখ পর্যন্ত স্হাননি পূর্বে নজর রাখতে হবে। স্হাননির জন্য যাঁদের ডাকা হচ্ছে, তাঁরা সকলেই স্হাননি কেন্দ্রে হাজির হয়েছেন কি না, কেউ যেতে পারেননি কি না, এসব বিষয় খোয়াল রাখতে বলা হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, একটি রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সির তালিকা নির্বাচন কমিশন ওয়ার্ড এবং পঞ্চায়েতগুলিতে প্রকাশ করেছিল কি না, সেই তথ্য সেখানে থাকবে। কোনো জায়গায় তালিকা

মূল্যায়ন করা হবে। সেখানে খতিয়ে দেখা হবে, কোনো বৈধ ভোটের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কি না। চূড়ান্ত ভোটের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর কমিশনের কোনো কাজ প্রশ্ন উঠলে সেই মতো পদক্ষেপ করবে তৃণমূল। এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজে নজরদারির জন্য জেলাভিত্তিক নেতাদের দায়িত্ব দিয়েছিল তৃণমূল। বিধানসভা ভিত্তিক ওয়ার রুম তৈরি এবং ওয়ার্ড ও পঞ্চায়েত স্তরে ভোট রক্ষা শিবির আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই কাজ নেতারা কতটা দায়িত্বের সঙ্গে করেছেন, তার একটি পর্যালোচনা করছে তৃণমূল। যাঁরা দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করেননি, তাঁদের আগামী দিনে দলের তরফে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে।

‘উনি একটু ঝগড়ুটে গোহের’

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কটাক্ষ কল্যাণের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ কোনও কালেই তিনি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলেন না। নিজের দলের লোক হোক বা বিরোধী। চাটাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানান শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মন্তব্য ঘিরে সম্প্রতি রাজনৈতিক তরঙ্গ চলেছে। এ বার তাঁকেও ব্যক্তিগত আক্রমণে বিধলেন কল্যাণ। শ্রীরামপুরের সাংসদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘ঈর্ষা’ করেন নির্মলা। এমনকি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাল্টা কড়া জবাব দিয়েছে বিজেপিও। নির্মলাকে নিশানা করে কল্যাণ বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসম্ভব ঈর্ষা করেন নির্মলা সীতারামন। এটা আজকের কথা নয়, গত সাত-আট বছর ধরে দেখে আসছি। কেন এত ঈর্ষা? উনি জীবনে কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, মুখ্যমন্ত্রীও হতে পারবেন না, প্রদেশের নেত্রীও হতে পারবেন না। রাজসভা থেকে জিতিয়ে এনে রাখা হয়। জানি না কীসের কারণে। যাকে-তাকে অর্থমন্ত্রী বলা যায় না। অর্থনৈতিক বিষয় সামলানোর সামর্থ্য বা অভিজ্ঞতা ওঁর নেই। একটু ঝগড়ুটে গোহের।” কল্যাণের এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তরঙ্গ। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পাঁচি বলেন, “কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে কিছু বলার আগে জানতে চাই, তার হাতে বোতল ছিল কি না। হাতে বোতল নিয়ে তিনি সংসদে কী করেছেন, তা সকলে জানেন। এখন তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে নেত্রী ও যুবরাজের নোনাগোণে আকর্ষণ করা। আগে লোকসভায় যে পদে ছিলেন, সেই পদ ফিরে পাওয়ার আশায় অন্যদের চেয়ে আরও আক্রমণাত্মক ভাষায় প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন।” প্রসঙ্গত, বৃথবার সংসদে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নির্মলা সীতারামন। দুর্গাপুরের একটি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তিনি। সেই সঙ্গে নির্দিয়ার কালীগঞ্জে বোমাবাজিতে তামালা খাতুনের মৃত্যুর ঘটনাও তোলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে নির্মলা মন্তব্য করেন, বাংলায় বোমা চলে, আইন চলে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের জবাব দিতেই এ দিন সর্বদয় হীন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর সওয়াল করার ছবিতে ছেয়ে গেল ভবানীপুর, ‘এবার ভোট তিনগুণ লিড’, বলছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টের নোজির ছবি দেখেছিল গোটা দেশ। এসআইআর মামলায় দেশের শীর্ষ আদালতে দাঁড়িয়ে জোরাল সওয়াল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার এই পদক্ষেপ বেশ কিছুদিন থেকেই একেবারে ভোটের প্রচারে তুলে আনতে শুরু করেছে শাসকদল। এবার সেই ছবিই দেখা গেল এবারের ভোটের হস্টস্পট ভবানীপুরে। ভবানীপুর বিধানসভার অন্যতম অবাঙালি অধুষিত ওয়ার্ড ৭১। গত লোকসভা নির্বাচনে এই ওয়ার্ডে ১০০২ ভোটে বিজেপি তৃণমূল তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। এবার সেই ওয়ার্ডেই সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর সওয়াল করার ছবি

ব্যবহার করে বড় বড় ব্যানার দেখা গেল। এসআইআর নিয়ে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রথম সুপ্রিম কোর্টে স্হাননি তো অশ্ন নিয়েছেন, সেই বিষয়টি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই ধরনের ব্যানার বলে দাবি এলাকার কাউন্সিলর পাণিয়া সিং, বাবলু সিংয়ের। কালো শাল গায়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের হিজলায়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্হাননিপূর্বে। সেটাই ব্যবহার করা হয়েছে ব্যানারে। ব্যানারে অন্যদিকে ব্যবহার করা হয়েছে আইনের দাড়িপাল্লার প্রতীকও। গোটা ৭১ নম্বর ওয়ার্ড জুড়ে এখনও পর্যন্ত মোট ১৬টি ব্যানার বসানো হয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি বসানো হবে বলেই তৃণমূলের রুক সূত্রে খবর। যদিও এ ছবি দেখে কটাক্ষ করতে



ছাড়ছে না বিরোধী বিজেপি। বিজেপি নেতারা বলছেন, ভবানীপুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রীতিমতো চিন্তিত। যে কারণে এই ধরনের ব্যানার ব্যবহার

আজ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ পিছিয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত ভোটের তালিকা প্রকাশের দিন। কয়েকদিন আগেই বিস্তৃতি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগে ১৪ ফেব্রুয়ারি তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও তা এখন পিছিয়ে গিয়ে হয়ে গিয়েছে ২৮ ফেব্রুয়ারি। অন্যদিকে সূত্রের খবর, ২ মার্চ বাংলায় হয়ে যেতে পারে ভোট ঘোষণা। তিন দফায় হতে পারে ভোট। এ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই রাজ্যে এসআইআর ও বিধানসভা ভোট প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে রাজ্যের সব জেলাশাসক ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নিয়ে বৈঠক করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভার্চুয়াল এই বৈঠক হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। এসআইআর সংক্রান্ত তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে একাধিক তুল ধরা পড়ছে, কিছু ক্ষেত্রে ইআরও দের গাফিলতিও উঠে আসছে বলে খবর। তা নিয়ে চাপানউতোরও চলছে। এ সব কথাই এই শেষবেলার বৈঠকে উঠতে আসতে পারে বলে খবর। অন্যদিকে ২৮ তারিখের মধ্যেই যাতে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায়, আর যাতে কোনওভাবেই বিলম্ব না হয় সে বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে বৃথ পুনর্বিন্যাস নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানা যাচ্ছে। জেলাশাসকদের সঙ্গে

বৈঠকে জেলা ভিত্তিক ভোট প্রস্তুতি নিয়ে রিপোর্টও নেওয়া হতে পারে এই বৈঠকে। এখন দেখার এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কী নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। একইসঙ্গে আসন্ন



ভোটের জন্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হতে পারে সেদিকেও নজর প্রশাসনিক মহলের। অন্যদিকে একদিকে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া। তার সঙ্গে বাংলায় ভোটের প্রস্তুতিও সারছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আর সেই ভোট প্রস্তুতিতেই বাংলায় আবাসনগুলিতে ভোটকেন্দ্র করা নিয়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেল কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর মোট ৭৮টি আবাসনের তালিকা কমিশনে পাঠাল। এই

আবাসনগুলিতে ভোটকেন্দ্র করা যেতে পারে বলে সিইও দফতর জানিয়েছে। বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া শেষের পথে। প্রথমে টিক ছিল, ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটের তালিকা

প্রকাশ করবে কমিশন। ২৫ ফেব্রুয়ারি সেই তালিকা প্রকাশ করা হবে। এখন বুথের সংখ্যা ৮৪ হাজার। এবার তা বেড়ে ৯৪ হাজার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, খসড়া ভোটের তালিকায় ৫৮ লক্ষের নাম বাদ যাওয়ায় সেই সংখ্যা কমতে পারে বলে জানা গিয়েছে। আর এই বৃথ বিন্যাসের তালিকা প্রকাশের সময়ই কতগুলি আবাসনে ভোটকেন্দ্র হবে, তা জানানো হবে। কমিশনের এক আধিকারিক জানান, ৭৮টি আবাসনের তালিকা জমা পড়েছে। তার মধ্যে কতগুলি আবাসনে ভোটকেন্দ্র করা যেতে পারে, তা কমিশন বিবেচনা করে দেখবে। যে আবাসনগুলিতে কমপক্ষে ৬০০ থেকে ৫০০ জন বসবাস করেন, এমন আবাসনের তালিকা জমা দেন কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ-সহ বাংলার সাতটি জেলার ডিইও। এখন কমিশন সবকিছু খতিয়ে দেখার পর ডিইও-দের জানাবে, কোন আবাসনগুলিতে ভোটকেন্দ্র হবে। সেইমতো প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেবে কমিশন। প্রসঙ্গত, আবাসনে ভোটকেন্দ্র নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনকে চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু, সেই আপত্তি উড়িয়েই আবাসনে ভোটকেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত ঘষে কমিশন। তাদের যুক্তি, আবাসনে ভোটকেন্দ্র হলে ভোটের হার বাড়বে। অনেক বয়স্ক মানুষ ভোট দিতে উৎসাহী হবেন।

নির্বিয়ে শেষ হল উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা

৯৯ শতাংশ উপস্থিতি আশা জাগাচ্ছে শিক্ষামহলে



নিজস্ব প্রতিবেদন

কড়া নিরাপত্তা, এয়ারপোর্ট-থার্ডের তল্লাশি আর স্বচ্ছ পরীক্ষা-সব মিলিয়ে নির্বিঘ্নে শেষ হল এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম ভাষার পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গোটা রাজ্যের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছিল কড়া নজরদারি। শিক্ষা সংসদ-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী এদিন পরীক্ষায় হাজির ছিলেন। এ বছর প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে চারু হয়েছে সেমেন্টার পদ্ধতি। বিধানসভা উপনির্বাহী পুরনো সিলেবাস ও সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষাও এদিনই হয়। দুপুরের পর নেওয়া হয় সেমেন্টারি ও সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা-সমস্তটাই শিক্ষা সংসদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির অধিকাংশেই পরিবেশ ছিল শান্ত,

নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল। কোথাও বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। শুধু পূর্ব বর্ধমান-এর মন্তেশপুর-এর এক পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলের অভিযোগে এক পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করা হয়েছে। সংসদ সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই পরীক্ষার্থী চলতি বছরে আর কোনও পরীক্ষায় বসতে পারবে না। মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ-এ বছর এ নিয়েই ছিল শিক্ষা সংসদের সবচেয়ে কড়া অবস্থান। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রার্থীদের এয়ারপোর্টের মত স্ক্যানিং ও তল্লাশি করা হয়েছে। প্রবেশের সময় ছাত্ররাই থেকে অভিভাবক-সকলকেই পেরোতে হয়েছে কঠোর নিয়ন্ত্রণের স্তর। সংঘর্ষের বক্তব্য, গোপনীয়তা নষ্ট না হয়-তাই এমন ব্যবস্থা। প্রশ্নপত্র নিয়ে কোথাও কোনও অভিযোগ ওঠেনি বলেও

জানানো হয়েছে। এ বছর জেল থেকে কোনও পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেননি। তবে অসুস্থতার কারণে ১০ জন পরীক্ষার্থীকে হাসপাতাল থেকেই বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই নজরদারি ছিল কঠোর। প্রথম দিনের পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে মেটে, তাতেই বস্তি শিক্ষা দফতরের। সংসদ সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রথম দিন কোনও সমস্যা ছাড়াই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আমরা চাই আগামী দিনগুলিতেও একই শৃঙ্খলা বজায় থাকুক। সময় না পাওয়া বা প্রশ্ন পত্র নিয়ে যে অভিযোগ পড়ুয়া বা অভিভাবকদের তরফে উঠেছে, সে প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য এদিন সংসদের তরফে বলা হয়নি। শুধু জানানো হয়েছে, সেমিস্টার পদ্ধতি আদতে ভাল। বছর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

গোল দিতে পারেনি ঢাকা!

বাংলাদেশ-আমেরিকার চুক্তির আসল ছবি দেখাল নয়াদিল্লি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ আমেরিকার সঙ্গে ভারতের অন্তর্ভুক্তি বাণিজ্যিক সমঝোতা যতটা জয়ের আবহ তৈরি করেছিল, ততটাই উদ্বেগ তৈরি করেছিল এরপরই হওয়া বাংলাদেশ-আমেরিকা বাণিজ্যিক চুক্তি। আমেরিকার বাজারে ভারতীয় বস্ত্র ও বস্ত্রপণ্য জায়গা পেয়েও যেন মার খেয়ে গেল বলে মনে করেছিলেন একাংশ। কিন্তু এমন দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই বলেই দাবি কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গোয়েলা। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের পাওয়া সমঝোতা চুক্তি ও ভারতের পাওয়া চুক্তির মধ্যে বিশেষ কোনও ফারাক নেই। বস্ত্রপণ্যের ক্ষেত্রে নয়াদিল্লিকেও টাকার মতো ছাড় দেবে ওয়াশিংটন। সম্প্রতি বাংলাদেশের সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যার জেরে কমেছে বাংলাদেশী পণ্যে চাপানো মার্কিন শুল্কের পরিমাণ। ২০ শতাংশ থেকে হয়েছে ১৯ শতাংশ। এছাড়াও, বাংলাদেশের বেশ কিছু বস্ত্র পণ্যকে একেবারে শুল্কমুক্ত করে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য কিছুটা চাপের। তবে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী দাবি, আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেলে আমাদের এ দেশের ব্যবসায়ীরাও বস্ত্র পণ্যের ক্ষেত্রে একই রকমের ছাড় পাবেন। তাঁর কথায়, বাংলাদেশ যা পেয়েছে, চুক্তি চূড়ান্ত হলে ভারতও তাই পাবে। তবে এই বস্ত্র পণ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকার একটি শর্ত রয়েছে। তা হল, কোন তুলো দিয়ে বস্ত্র বা বস্ত্র পণ্যটি তৈরি, সেই মর্মে মিলবে শুল্ক-ছাড়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া শর্ত অনুযায়ী, তাঁদের দেশের তুলো দিয়ে বস্ত্র বা বস্ত্র পণ্যটি তৈরি হলেই তা আমেরিকার বুক হবে শুল্কমুক্ত। বৃহস্পতিবার এই প্রক্রিয়াকেই আরও সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, “যে সকল ভারতীয় সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে তুলো সংগ্রহ করে পোশাক তৈরি করে, এবার তা আমেরিকার বাজারে রকতানি করবে, তারা এই জিরো ট্যারিফের সুবিধা পাবে। তাঁর সংযোজন, যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে হওয়া চুক্তিতে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ঠিক সেমেরই তা আরোপ করা হয়েছে ভারতের সঙ্গে হওয়া চুক্তিতেও।” নয়াদিল্লি দাবি করেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্যিক সমঝোতায় ভারতীয় কৃষকদের ‘স্বার্থরক্ষা’ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে পোশাক তৈরির জন্য মার্কিন তুলোয় নির্ভরতা বৃদ্ধি সেই দাবির যেন একেবারে বিপরীত স্রোতের। অবশ্য, এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, “কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হয়েছে। কারণ মার্কিন তুলোর ক্ষেত্রে রফতানি ৫০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে সীমিত থাকবে। অন্যদিকে ভারতে উৎপাদিত ৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অধিক তুলো পাঠানো হবে যুক্তরাষ্ট্রে।”

নিপা আক্রান্ত মহিলা নার্সের মৃত্যু

ভাইরাসের সংক্রমণে প্রথম প্রাণহানি রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ নিপা নিয়ে উদ্বেগ কমছিল খুব বেশিদিন হয়নি। এরমধ্যেই ফের আতঙ্ক ধরা। এই ভাইরাস। রাজ্যে প্রথম নিপা আক্রান্তের মৃত্যু। বারাসতের হাসপাতালে গত দেড় মাস ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন মহিলা নার্স। বৃহস্পতিবার সকালেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর হাসপাতাল সূত্রে। গত ৪ জানুয়ারি থেকে অসুস্থ ছিলেন ওই মহিলা নার্স। এরপর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থার অবনতি হয়ে কোমায় চলে যান তিনি। দীর্ঘদিন ডেন্টেশনে রেখেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। গত মাসের শেষেই শরীরে কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তাঁকে ডেন্টেশনের বাইরে আনা হয়েছিল। যদিও সেইসময়েই চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, মহিলা নার্স এখনও সক্ষমত্ব নন। বারাসতের হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, মহিলা নার্সের ডায়রিয়া হয়েছিল, তাঁর জ্বরেও ভুগছিলেন। সেই অবস্থাতেই প্রথমে কাটোয়া, তারপর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ এবং শেষে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। রক্তের নমুনা পরীক্ষায় জানা যায় তিনি নিপা আক্রান্ত। ১৪ জানুয়ারি থেকে বারাসতের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ওই নার্স। প্রসঙ্গত, এখানেই করত ছিলেন তিনি। গত ৬৯ দিন ধরে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে, নিপায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে নার্সের শরীরে যে ক্ষতি হয়েছিল, তা সাধলে উঠতে পারেননি, যার কারণেই এই মৃত্যু বলে অনুমান। এই মহিলা নার্সের সঙ্গেই আরও একজন পুরুষ নার্স নিপা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে তাঁকে কয়েকদিন আগেই হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতেই নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল বাংলায়। এই দুই নার্সের সংক্রমণ হওয়ার খবর সাননে আসতেই নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য দফতর নিপা মোকবিলায় প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই মহিলা নার্সের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং তিনি কোমায় চলে যান। যাঁরা এই দু’জনের সংস্পর্শে এসেছিলেন, এমন ৮২ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছিল। যদিও তাঁদের কারও শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতি মেলেনি। রাজ্যের বন বিভাগ ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি মিলিয়ে কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৯টি নমুনা ধরা হয়েছিল। প্রতিটি বাড়িঘরে শরীর থেকে তিন ধরনের নমুনা নিয়ে আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, সব বাড়িই নিপা ভাইরাসের জন্য নেগেটিভ। তবে একটিতে অ্যান্টিবডি উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যা থেকে স্পষ্ট হয়, ওই বাড়ি অতীতে নিপার সংক্রমণ বহন করেছিল। অর্থাৎ, বর্তমানে কোনও বাড়িঘরে শরীরে ভাইরাস নেই। তবে মহিলা নার্সের মৃত্যুর ঘটনায় নিপা ভাইরাস নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ল।

সিপিএমকে চাপে ফেলতে এককভাবে প্রার্থী ঘোষণার পথে ক্ষুদ্র নওশাদ

তন্ময় সাহা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ভোটের মুখে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে জটিলতা। ক্রমেই বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে আইএসএফকে কটি আসন দেওয়া হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে শরিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক এখনও পর্যন্ত ৬০টি আসনের দাবি রেখেছে। সূত্রের খবর, সেটা কমবেশি ২৫টি হলেও তারা রাজি। কিন্তু সিপিএমের তরফে ফরওয়ার্ড ব্লককে বলা হয়েছে, খুব বেশি হলে গোটা ১৫ আসন দেওয়া যেতে পারে। আর তাতেই ক্ষুদ্র নরেন চট্টোপাধ্যায়রা। ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের আর কোনও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা এখনও পর্যন্ত সামনে আসেনি। আরএসপির অবস্থাও তেমন সহজ নয়। আগে তারা প্রায় ২৬টি আসনে লড়াই করত। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও আইএসএফের সঙ্গে জোট থাকায় তাদের আসন সংখ্যা কমে ১১টি হয়ে যায়। এবার কেন্দ্রের নির্দেশে ১৯টি আসনে লড়াই করার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু সিপিএম ১৯টি আসন ছাড়তে রাজি নয়, পাশাপাশি কিছু আসন পরিবর্তন করার কথাও বলা হচ্ছে। ফলে আরএসপির সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে জটিলতা অব্যাহত রয়েছে। দুই

পক্ষের মধ্যে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আরএসপির রাজ্য সম্পাদক তপন হোড় এই বৈঠককে আশাব্যঞ্জক বলে উল্লেখ করেছেন এবং আশাপ্রকাশ করেছেন যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। আইএসএফের প্রার্থী ঘোষণার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহের মধ্যে তারা কয়েকটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে। এই ঘোষণার ফলে সিপিএমকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আইএসএফ যদি নির্ধারিত সময়ের আগে প্রার্থী ঘোষণা করে, তবে সিপিএমকে অপ্রত্যাশিতভাবে চাপের মুখে পড়তে হবে এবং তাদের আসন বণ্টন নিয়ে করণীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শিথিলতা দেখা দিতে পারেনি। তবে এ প্রসঙ্গে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৃজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, বামফ্রন্ট একটা ধারাবাহিকতা। নির্বাচনকে সামনে রেখে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা চলছে। নির্দিষ্ট সময়েই বর্ধিত ফ্রন্টের তালিকা প্রকাশ করতে পারব। বামফ্রন্টের আসন বণ্টন নিয়ে এই জটিলতা ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ান্ছে। আসন বণ্টন চূড়ান্ত না হওয়ায় আইএসএফ এবং অন্যান্য শরিক দলরা নিজেদের স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবকে নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। রাজনৈতিক মহল



মনে করছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আসন বণ্টন চূড়ান্ত না হলে ভোটের আগে বামফ্রন্টের মধ্যে আরও অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি হতে পারে। জটিলতা ক্রমেই বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে আইএসএফকে কটি আসন দেওয়া হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে শরিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে বামফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করায় নরশাদ সিদ্ধিকির নেতৃত্বাধীন আইএসএফ নিজস্বভাবে কিছু আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, আইএসএফ ইতিমধ্যেই ক্যানিং পূর্ব ও ক্যানিং পশ্চিম আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে ভাওড় আসনে নওশাদ নিজেই প্রার্থী হতে পারেন। এই পরিস্থিতি

মূলত সিপিএমের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। আসন বণ্টন নিয়ে দেরি এবং অনিশ্চয়তার কারণে বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দল যেমন ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপির মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক এখনও পর্যন্ত ৬০টি আসনের দাবি রেখেছে। সূত্রের খবর, সেটা কমবেশি ২৫টি হলেও তারা রাজি। কিন্তু সিপিএমের তরফে ফরওয়ার্ড ব্লককে বলা হয়েছে, খুব বেশি হলে গোটা ১৫ আসন দেওয়া যেতে পারে। আর তাতেই ক্ষুদ্র নরেন চট্টোপাধ্যায়রা। ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের আর কোনও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের অথা এখনও পর্যন্ত সামনে আসেনি। আরএসপির অবস্থাও তেমন সহজ নয়। আগে তারা প্রায় ২৬টি আসনে লড়াই করত। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও আইএসএফের সঙ্গে জোট থাকায় তাদের আসন সংখ্যা কমে ১১টি হয়ে যায়। এবার কেন্দ্রের নির্দেশে ১৯টি আসনে লড়াই করার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু সিপিএম ১৯টি আসন ছাড়তে রাজি নয়, পাশাপাশি কিছু আসন পরিবর্তন করার কথাও বলা হচ্ছে। ফলে আরএসপির সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে জটিলতা অব্যাহত রয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আরএসপির রাজ্য সম্পাদক তপন হোড় এই বৈঠককে আশাব্যঞ্জক বলে

উল্লেখ করেছেন এবং আশাপ্রকাশ করেছেন যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। আইএসএফের প্রার্থী ঘোষণার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহের মধ্যে তারা কয়েকটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে। এই ঘোষণার ফলে সিপিএমকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আইএসএফ যদি নির্ধারিত সময়ের আগে প্রার্থী ঘোষণা করে, তবে সিপিএমকে অপ্রত্যাশিতভাবে চাপের মুখে পড়তে হবে এবং তাদের আসন বণ্টন নিয়ে করণীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শিথিলতা দেখা দিতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৃজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, বামফ্রন্ট একটা ধারাবাহিকতা। নির্বাচনকে সামনে রেখে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা চলছে। নির্দিষ্ট সময়েই বর্ধিত ফ্রন্টের তালিকা প্রকাশ করতে পারব। বামফ্রন্টের আসন বণ্টন নিয়ে এই জটিলতা ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ান্ছে। আসন বণ্টন চূড়ান্ত না হওয়ায় আইএসএফ এবং অন্যান্য শরিক দলরা নিজেদের স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবকে নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আসন বণ্টন চূড়ান্ত না হলে ভোটের আগে বামফ্রন্টের মধ্যে আরও অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

মাঝগঙ্গায় যৌথ মহড়ায় তৎপর এনএসজি ও কলকাতা পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : সাতসকালেই মাঝগঙ্গা থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তেই লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে খবর পৌঁছায়, একটি পর্যটন ক্রুজে জঙ্গিহানা হয়েছে। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর মনে করে পুলিশ। ক্রুজের ভিতরে থাকা বেশ কয়েকজন যাত্রীকে পণবন্দি করা হয়েছে, পর্যটকদের প্রাণ চরম সংশয়ের সম্মুখীন। খবর পেয়ে লালবাজার দ্রুত সতর্ক হয়ে যায় এবং কলকাতা পুলিশের পোর্ট ডিভিশন ও কমান্ড ব্যাটালিয়নকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা পুলিশের কমান্ডভোরা



রওনা দেন। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি)-কেও খবর দেওয়া হয়। জল পুলিশের কনৌকা ব্যবহার করে ক্রুজের কাছে পৌঁছে যায় পুলিশ এবং এনএসজি। সকালেই মাঝগঙ্গায় ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি) ও কলকাতা পুলিশের কমান্ডভোদের মহড়া। এর আগে শহরে মেট্রোরেল থেকে শুরু করে একাধিক শপিং মল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে জঙ্গিহানা রুখতে কমান্ডভোদের মহড়া হয়েছে। এবার গঙ্গার মাঝখানে যদি পর্যটকদের ক্রুজে কোনও জঙ্গিহানা হয়, এবার তারই মহড়া হল শহরে। এনএসজি-রই একটি টিম জঙ্গি সেজে নৌকা করে ক্রুজে উঠে গুলি চালিয়ে যাত্রীদের পণবন্দি করে। তারই মহড়া দিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী ছোট জলযান ব্যবহার করে ক্রুজ ঘিরে ফেলে কলকাতা পুলিশ ও এনএসজি কমান্ডো টিম। জঙ্গিদের চোখ এড়িয়ে ক্রুজে উঠে পড়েন কয়েকজন কমান্ডো। এরপর সঙ্গে শুরু হয় গুলির লড়াই। মহড়ার এই পর্যায়ে ক্রমে জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং পণবন্দি যাত্রীদের মুক্ত করা হয়। মহড়ার সময় শুধু কমান্ডোদের নয়, হাসপাতাল ও অন্যান্য জরুরি দপ্তরকেও সতর্ক করা হয়। যাতে কোনও দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় হলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো শহরের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র এবং নদী পথে যাত্রী পরিবহনের নিরাপত্তা যাচাই করা। কলকাতা পুলিশ ও এনএসজি এই মহড়ার পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়েছে এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই মহড়া শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নদী পথে পর্যটন ও যাত্রী পরিবহনকে নিরাপদ রাখার জন্য এমন নিয়মিত মহড়া অত্যন্ত জরুরি। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ নদীপথ এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত মহড়া চালানো হবে, যাতে যেকোনও জঙ্গিহানা বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখানো যায় এবং মানুষের জীবন রক্ষা করা যায়।

বাংলার প্রান্তিক মানুষদের জন্য সুখবর, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চারটি অস্ত্রোপচারে বেসরকারি হাসপাতালের সুবিধালাভ

স্টার্ক রিপোর্টার, ১২ ফেব্রুয়ারি : বাংলার প্রান্তিক মানুষদের জন্য সুখবর। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর



স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় এবার বেসরকারি হাসপাতালে হার্নিয়া, হাইড্রোসিস, ফিসারেক্টমি এবং আর্থোস্কোপিক অস্ত্রোপচার করার অনুমোদন দিয়েছে। এই সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা সম্প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তর

জারি করেছে। এর আগে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় এই চারটি অস্ত্রোপচার শুধু সরকারি হাসপাতালে

কিন্তু এবার বেসরকারি হাসপাতালেও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে করা যাবে এই চার অস্ত্রোপচার। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে কোনও সরকারি হাসপাতালে যদি হার্নিয়া, হাইড্রোসিস বা ফিসারেক্টমি করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক তা লিখে নির্দেশ দেন, তাহলেই রোগী বেসরকারি হাসপাতালে ওই অস্ত্রোপচার করতে পারবেন। আর্থোস্কোপিক অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা আরও নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত রোগীর অবস্থা অনুযায়ী যদি তক্ষণ আর্থোস্কোপিক অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, তাহলেই সেটি বেসরকারি হাসপাতালে করা যাবে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে তারা যাবে। তবে কোল্ড-ওটি অর্থাৎ যে অস্ত্রোপচার পরে নির্ধারিত সময়ে করা যায়, সে ক্ষেত্রে আর্থোস্কোপিক অস্ত্রোপচার বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় করা যাবে না।

করা যেত। বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে এই সুযোগ দেওয়া হয়নি। কারণ হিসাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের যুটিত ছিল, সরকারি হাসপাতালে এই সংক্রান্ত অস্ত্রোপচারের উন্নত সুবিধা রয়েছে।

পকসো মামলার অভিযুক্তের সঙ্গেই আদালত চত্বরে বিবাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া যুবকের সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন নির্যাতিত। দীর্ঘ চার মাসের আইনি প্রক্রিয়ার পর আদালতের সম্মতিতে এবং দুই পরিবারের উপস্থিতিতে বর্নগাঁ মহকুমা আদালত চত্বরে সম্পন্ন হল এই বিয়ে। ঘটনাটি ঘিরে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা এলাকায় তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত যুবকের নাম সুরজ মণ্ডল। তিনি গাইঘাটা থানার সুটিয়া এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, প্রায় চার মাস আগে এলাকার এক নাবালিকার সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই নাবালিকার সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে সম্পর্ক অস্বীকার করে তিনি সরে নাড়ান বলেও অভিযোগ। নির্যাতিতা যাতে বিষয়টি কাউকে না জানা, সেই মর্মে তাকে ভয় দেখানো হয়েছিল বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। এরই মধ্যে অস্ত্রসম্বা হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন দেখে পরিবারের

সন্দেহ হয় এবং চাপের খেে সমস্ত ঘটনা পরিবারের সদস্যদের জানান

তিনি। ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয় থানায় সুরজ মণ্ডলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়। আদালতে তোলা হল বিচারক অভিযুক্তকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। শুরু হয় দীর্ঘ আইনি লড়াই। এরপর সময়ের ব্যবধানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। চার মাস কেটে যাওয়ার পর নির্ধারিতা ১৮ বছর পূর্ণ করে প্রাপ্তবয়স্ক হন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর মামলায় নতুন মোড় আসে। জানা যায়, মেয়ের বয়স ১৮ হওয়ার পর অভিযুক্তের পরিবার বিয়েতে সম্মতি জানান। আদালতে সুরজ মণ্ডল নিজেও বিয়ে করতে ইচ্ছুক বলে জানান। তরুণীও আদালতের কাছে জানান, সে স্বেচ্ছায় এই বিয়েতে সম্মত। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। পরবর্তীতে এই বিয়েতে অনুমতি দেন। এরপর আদালতের অনুমতিতে আদালত চত্বরে বসে বিয়ের আসর। অহিন্জীবী ও দুই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে কাবিনামা পাঠ করে বিবাহ সম্পন্ন হয়। জেল হেফাজত থেকে অভিজ্ঞকে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া মেনে আদালতে আনা হয় এবং সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে চার হাত এক হয়।

সন্দেহ হয় এবং চাপের খেে সমস্ত ঘটনা পরিবারের সদস্যদের জানান

তিনি। ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয় থানায় সুরজ মণ্ডলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়। আদালতে তোলা হল বিচারক অভিযুক্তকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। শুরু হয় দীর্ঘ আইনি লড়াই। এরপর সময়ের ব্যবধানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। চার মাস কেটে যাওয়ার পর নির্ধারিতা ১৮ বছর পূর্ণ করে প্রাপ্তবয়স্ক হন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর মামলায় নতুন মোড় আসে। জানা যায়, মেয়ের বয়স ১৮ হওয়ার পর অভিযুক্তের পরিবার বিয়েতে সম্মতি জানান। আদালতে সুরজ মণ্ডল নিজেও বিয়ে করতে ইচ্ছুক বলে জানান। তরুণীও আদালতের কাছে জানান, সে স্বেচ্ছায় এই বিয়েতে সম্মত। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। পরবর্তীতে এই বিয়েতে অনুমতি দেন। এরপর আদালতের অনুমতিতে আদালত চত্বরে বসে বিয়ের আসর। অহিন্জীবী ও দুই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে কাবিনামা পাঠ করে বিবাহ সম্পন্ন হয়। জেল হেফাজত থেকে অভিজ্ঞকে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া মেনে আদালতে আনা হয় এবং সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে চার হাত এক হয়।

SWASTIK PLYWOOD LIMITED				
Regd. Office: "SHYAM TOWERS", 03-319,DH-11, STREET NO.319, ACTION AREA-ID,KOLKATA, NEW TOWN-700156 CIN : L20291WB1985PLC038657				
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2025				
Amount (Rs. in lacs except EPS)				
Sl No	Particulars	Quarter ended 31.12.2025 Reviewed	Nine Months ended 31.12.2025 Reviewed	Quarter ended 31.12.2024 Reviewed
1	Total Income from Operations (net)	10.42	28.10	1.82
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Item)	6.68	16.86	-0.38
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.68	16.86	-0.38
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	6.68	16.86	-0.56
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	6.68	16.86	-0.56
6	Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
7	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)	2.78	7.02	-0.24
Note :				
a) The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 31st December, 2025 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.				
b) Scan this QR code to download Unaudited Financial Results for the Quarter and 9 months ended 31st December, 2025				
		For SWASTIK PLYWOOD LIMITED sd/- Magan Lal Patel WTD & CFO DIN : 00529999		
Place : Kolkata Date : 11.02.2026				

SPANGLE MARKETING LIMITED						
CIN: L51311WB1984PLC050209						
Regd. Office -P-103, Princep Street, 3rd Floor,Room No.24, Kolkata-700072						
Phone:-033 2282-5020/22805022 Email:parida.1995@rediffmail.com Website: www.spanglemarketing.in						
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 31ST DECEMBER, 2025						
(Rs. in Lakhs)						
Sl	Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended	
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Income from Operations					
	Net sales/ Income from Operations	0.00	0.04	2.01	-2.70	51.52
2	Other Operating Income	0.12	0.00	0.13	0.25	0.13
3	Total Income (I+II)	0.12	0.04	2.14	-2.45	51.65
4	Expenses					
	(a) Cost of Materials Consumed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Purchase of Stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) Employee Benefits Expenses	2.32	3.57	4.20	7.51	8.92
	(e) Finance Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Depreciation and amortisation expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(g) Other expenses	1.10	1.11	0.63	3.67	2.87
	Total Expenses	3.42	4.68	4.84	11.18	15.93
5	Profit/(Loss) from operations before exceptional and extraordinary items and tax (3-4)	-3.29	-4.65	-2.70	-13.63	39.86
6	Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Profit/(Loss) from ordinary activities before extraordinary items & tax (5-6)	-3.29	-4.65	-2.70	-13.63	39.86
8	Extraordinary items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Profit / (Loss) from Ordinary activities before Tax (7-8)	-3.29	-4.65	-2.70	-13.63	39.86
10	Tax expenses					
	Current year Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Income Tax for Earlier Years	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deferred Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after tax (9-10)	-3.29	-4.65	-2.70	-13.63	39.86
12	Profit/(Loss) from discontinuing operation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Tax expenses of discontinuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Profit / (Loss) from discontinuing operations (after Tax) (12-13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Net Profit / (Loss) for the period (11+14)	-3.29	-4.65	-2.70	-13.63	39.86
16	Other Comprehensive Income (net of Taxes) A. (Items that will not be reclassified to Profit & Loss					
	(i) Incometax relating to items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. (i) Items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Incometax relating to items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Comprehensive Income for the Period (15+16) (Comprising profit/(Loss) and other comprehensive income for the Period)	-3.29	-4.65	-2.70	-13.63	39.86
17	Waid-up equity share capital (Shares of Rs 10/- each)	220.22	220.22	220.22	220.22	220.22
18	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
19	Earnings per Equity share (Rs. 10/- each) for continuing operation : (not annualised)					
	(a) Basic	-0.015	-0.021	-0.012	-0.062	0.181
	(b) Diluted	-0.015	-0.021	-0.012	-0.062	0.181
See accompanying notes to the financial results						
Notes:						
1 The above statement of Unaudited Standalone Financial results for the quarter and year ended 31st December, 2025 are specified in compliance with (Indian Accounting Standard) Rules 2015 and SEBI Regulation with Subsequent amendments. Prepared in accordance with (Indian Accounting Standard)s, 2015 and SEBI Regulation with subsequent Amendments.						
2 The above unaudited financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of Director at their meeting held on 12th February 2025.						
3 The above financial results has been subjected to limited review by the statutory auditor of the company.						
4 The figure for the previous period has been regrouped/rearranged where considered necessary to conform to the current year classification.						
5 This statement is as per Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure obligation) Regulation, 2015 as amended.						
6 There is no investor Complaint received or pending as on quarter ending 31st December, 2025						
For and on behalf of the Board of Directors						
For Spangle Marketing Limited						
Sd/- P C Karmakar Director DIN:00514584			Sd/- S. K. Parida Whole Time Director DIN:0006243			
Place: Kolkata Date : 12.02.2026			Sd/- Amit Kumar Giri Company Secretary M NO: A65846			

আইপিএলের আগে সুস্থ হতে মরিয়া পশু

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ নিউ জিল্যান্ড সিরিজেও আগে চোট পেয়েছিলেন। তা এখনও পুরোপুরি সারাতে পারেননি ঋষভ পন্থ। রোজই একটু একটু করে উজ্জ্বল হচ্ছে তাঁরা। আইপিএলের আগে পুরোপুরি ফিট হতে মরিয়া ভারতের উইকেটকিপার। তাই বোর্ডের উদ্যোগে নতুন একটি চিকিৎসার সাহায্য নিলেন তিনি। পন্থের এই চিকিৎসাকে বলা হচ্ছে হাইপারবারিক অক্সিজেন থেরাপি বা এইচবিওটি। এর সাহায্যে উচ্চ চাপের সাহায্যে শরীরে বিশুদ্ধ অক্সিজেন ঢোকানো হয়। শরীরে অক্সিজেন বেড়ে যাওয়ার ফলে তা কোষকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে। চোট পাওয়ার পর এই চিকিৎসার সাহায্য নিলে দ্রুত সেরে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। সম্প্রতি একটি ভিডিও সামাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। পন্থকে দেখা যাচ্ছে, গোলাকার একটি যন্ত্রে ঢুকে পড়তে। সেখানে ঢুকে তিনি ভিতরে বসে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ কেবিনের মতো ওই যন্ত্রের সাহায্যেই শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো হয়। উল্লেখ্য, গত ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব পিকলবল লিগের এক অনুষ্ঠানে পন্থ বলেছিলেন, “রোজ আমার ফিটনেসের একটু একটু করে উন্নতি হচ্ছে। বোর্ডের উৎসর্গ কেন্দ্রে পরিশ্রম করছি। আশা করি দ্রুত মাঠে নামতে পারব।”

২০২৭ সালের বিশ্বকাপের আগেই অবসর? মুখ খুললেন রোহিত শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৪ সালের বিশ্বকাপ জয়ের পর এ বার রোহিত শর্মা বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন। জানিয়েছেন ভারতের প্রতিটা ম্যাচেই তিনি থাকবেন। শেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা অধিনায়ককে বিশ্বকাপে পাওয়া বাড়তি পাওনা। কিন্তু রোহিতকে আইসিসি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তা হলে কি আর বিশ্বকাপ খেলবেন না তিনি? রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি পাখির চর্চা করেছেন ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপকে। সেখানে কি দেখা যাবে না তাদের? এই জল্পনার মাঝে এ বার মুখ খুললেন রোহিত শর্মা। সম্প্রতি রোহিত শর্মা কেভিন পিটারসনের সঙ্গে একটি ইন্টের্ভিউ অংশ নেন। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে। যার জবাবে রোহিত জানান, তিনি বিশ্বকাপ জিততে চান। অর্থাৎ, ২০২৬ সালে ফাইনালে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল ভারতকে, সেই অধরা ট্রফি জিততে চান তিনি। রোহিত বলেন, “আমি খেলতে চাই এবং দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিততে চাই। আমি সবসময় এই বিশ্বকাপটা



জিততে চেয়েছি। আমি ৫০ ওভার বিশ্বকাপ দেখে বড় হয়েছি। সেই সময়ে কোনও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আইপিএল, ডব্লিউসি ছিল না। তখন ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম

শর্মা টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি শেষবার দেশের জার্সিতে নেমেছেন নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে। সেখানে ভারত ২-১ এ সিরিজ হারে। রোহিত দেশের জার্সিতে ম্যাচ না থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন। তিনি এর আগে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেছেন। পাশাপাশি ফিট থাকতে ওজনও বরিয়েছেন। সব মিলিয়ে রোহিত নিজে তৈরি বিশ্বকাপের জন্য। ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলে কি পতাকা পূর্তে আসতে পারবেন তিনি? সেই দিকে নজর সকলের। টেস্ট দল থেকে অবসরের পর প্রথম দুই সিরিজে ভালো ফর্মে ছিলেন রোহিত। তবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান পাননি। আপাতত মাস কয়েক ওয়ানডে নেই। টি-২০ বিশ্বকাপ ও আইপিএলের পর ফের ৫০ ওভারের ক্রিকেট। তখন আদৌ রোহিতকে ওয়ানডে-তে বাবা হবে তো? সে প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। তবে যেভাবে তিনি প্রকাশ্যে ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছার কথা জানালেন, সেটা পরোক্ষ কোচ সৌভদ গম্ভীরের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশলও হতে পারে।

আর্থিক সংকট চরমে! ক্লাব গুটিয়ে নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন কেরালা ব্লাস্টার্স

সংবাদ সংস্থা, কোচি, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় ফুটবলের আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে অকপট মন্তব্য করলেন কেরালা ব্লাস্টার্সের সিইও অতীক চট্টোপাধ্যায়। এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্বীকার করে নেন, ক্লাব একসময় কার্যত বন্ধ করে

দাঁায়। তাই ক্লাব গুটিয়ে নেওয়ার আলোচনা চলছিল।” ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষ লিগ আইএসএল ঘিরে অনিশ্চয়তা, বাণিজ্যিক চাপ এবং আর্থিক ভারসাম্যহীনতা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং, তা অতীকের এই মন্তব্যে



দেওয়ার কথা সত্যি সত্যি বিবেচনা আনা হয়েছিল। অতীক বলেন, “আমরা সেই অপশনটা বিবেচনা করেছিলাম। কিছু আইএসএল ক্লাব বড় কর্পোরেট বা প্রতিষ্ঠানের সমর্থন পায়। কিন্তু কিছু দল ব্যক্তি মালিকানাধীন। কেরালা ব্লাস্টার্স এমন এক পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছিল, যেখানে সামনে এগানো কঠিন হয়ে

স্পষ্ট! কীভাবে বদলে গেল পরিস্থিতি? সামাল দেওয়া গেল সফট? কেরালা ব্লাস্টার্সের মালিকের কথায়, “আইএসএলের প্রায় ৮০ শতাংশ ক্লাব নিজস্বের পরিচালনার পদ্ধতি বদলাতে বাধ্য হয়েছে। এখন আর কেউ খেলোয়াড়দের পিছনে বিপুল অর্থ ঢালছে না। বড় ট্রান্সফার নেই। ভারতীয় ফুটবলে এই মুহূর্তে

সেই বাজারই নেই।” তিনি আরও যোগ করেন, “ক্লাবগুলো শুধু এআইএফএফের জন্য নয়, লিগ চালাতে নিজেরাও টাকা খরচ করছে। আর্থিক চাপ সবার উপরেই রয়েছে।” এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট- ভারতীয় ফুটবলের ইকোসিস্টেমে অর্থনৈতিক স্বায়িত্ব এখন বড়সড় প্রশ্নিচ্ছ। সমস্যা তীব্র আকার নিলেও কেন ক্লাব বন্ধ করা হল না? এই প্রশ্নের উত্তরে অতীকের সোজাসাপ্টা জবাব, “এই দল (কেরালা ব্লাস্টার্স) বহু মানুষের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে। কেরালায় এই ক্লাব মানে স্বতন্ত্র পরিচয়। সেটা বন্ধ হয়ে গেলে অসংখ্য ফুটবলারের খেলার সুযোগও যেত হারিয়ে!” মন্তব্যে স্পষ্ট- কেরালা ব্লাস্টার্স শুধু একটি ফুটবল টিম নয়-দক্ষিণ ভারতের ফুটবল সংস্কৃতির বড় প্রতীক। সেই আবেগই শেষ পর্যন্ত তাকে টিকিয়ে রাখল। তবে অনেক টালবাহানা মিটিয়ে আইএসএল স্ক্রলর আবেগে অতীকের এই স্বীকারোক্তি ভারতীয় ফুটবলের বৃহত্তর সংকটকে সামনে এনে দাঁড় করেছে। প্রশ্ন উঠেছে-ক্লাবগুলো যদি টিকে থাকতেই হিমশিম খায়, তবে দীরেয়াদে লিগ কাঠামো কেটটা টেকসই? সময়ই তার উত্তর দেবে।

আরও কিছুদিন আফ্রিকায় প্রস্তুতি চালাতে চান নীরজ, খরচ জোগানোর পূর্ণ আশ্বাস কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ নতুন মরশুমের আগে প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চান না নীরজ চোপড়া। এই আবহে খরচ জোগানোর আশ্বাস দিয়ে পাশে দাঁড়াল কেন্দ্র। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর ট্রেনিং ক্যাম্পের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবে সায় জানিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রকের মিশন অলিম্পিক সেল। এপ্রিল

পর্যন্ত চলবে এই প্রি-সিজন ক্যাম্প। জ্যোতিন তারকা নীরজ জানুয়ারিতে পক্ষেফস্টুমে অনুশীলন শুরু করেন। প্রথমে ৩২ দিনের ক্যাম্প অনুমোদিত হয়েছিল। এখন তিনি প্রিটোরিয়ায় প্রস্তুতি চালানো মে মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে প্রতিযোগিতামূলক মরশুম আরম্ভ হওয়ার কথা। প্রসঙ্গত, এ বার কোচিং দলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

এনেছেন নীরজ। ঢেক কিংবদন্তি জান জেলেজনির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে তিনি আবার ফিরেছেন শৈশবের কোচ জয় চৌধুরির কাছে। পানিপথে কেরিয়ারের স্ক্রলর দিনগুলোয় যিনি নীরজকে গড়ে তুলেছিলেন, সেই তিনিই এখন প্রি-সিজন ব্লক তদারক করছেন। লক্ষ্য-টেকনিক্যাল স্বচ্ছতা ঠিক করা, ফিটনেসের ঘাটতি



মোটানো। পাশাপাশি রয়েছেন দীর্ঘদিনের ফিজিও ঈশান মারওয়া। পক্ষেফস্টুমে ট্রেনিং স্টার জ্যোতিন প্রোয়ারদের জন্য বিশ্বের অন্যতম সেরা পরিকাঠামো হিসেবে পরিচিত। উন্নত জিম, স্পেশ্যাল ট্রাক, আবহাওয়া-সব মিলিয়ে এলিট প্রস্তুতির আদর্শ জায়গা। মিশন অলিম্পিক সেলের অনুমোদনে ট্রেনিং খরচ, জিম-প্রাউন্ড ব্যবহার, স্থানীয়

যাতায়াত, বিমানবন্দর ট্রান্সফার, দৈনিক ভাতা-সব অন্তর্ভুক্ত ফলে নীরজকে আর অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। মনোযোগ কেবল শরীর আর টেকনিকে। গত মরশুমটা সহজ ছিল না। অ্যাডাল্টের চোট দীর্ঘ সময় ভুগিয়েছে। তবু দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০ মিটার ছুঁয়ে কেরিয়ারের অন্যতম বড় মুহূর্ত তৈরি করেছিলেন নীরজ। কিন্তু টেকিও

বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অষ্টম স্থান হতাশাজনক। আপাতত বিশ্রাম নিয়ে ফিটনেস ফেরানোই তাঁর অগ্রাধিকার। লক্ষ্য পরিষ্কার-২০২৬ মরশুমে ধারাবাহিকতা। দক্ষিণ আফ্রিকার বাড়তি ট্রেনিং সেই টার্গেটের অংশ। নীরজের বার্তা স্পষ্ট-ফিরতে হলে প্রস্তুতিটা নিখুঁত হতে হবে। আর সেই প্রস্তুতির মাটি এখন দক্ষিণ আফ্রিকা।

ফন ডাইকের গোলে জয়ে ফিরল লিভারপুল

সংবাদ সংস্থা, সান্তারল্যান্ড, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ ম্যাচ জুড়ে আক্রমণে আধিপত্য করল লিভারপুল। বিরতির পর মিলল গোলের দেখা। সেটিই গড়ে দিল ব্যবধান। সান্তারল্যান্ডকে হারিয়ে এক ম্যাচ পর জয়ের পথে ফিরল আর্না স্লটের দল। প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। গোলাটি করেছেন অধিনায়ক ডার্লিন ফন ডাইক। লিগে সবশেষ আট ম্যাচে কেবল দ্বিতীয় জয় পেল শিরোপাধারীরা। গত



রাউন্ডে ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছিল তারা। ২৬ ম্যাচে ১২ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে আছে লিভারপুল। ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে সান্তারল্যান্ড। আরেক ম্যাচে ফুলহামকে ৩-০ গোলে হারানো ম্যানচেস্টার সিটি ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে। ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল, একটি ম্যাচ কম খেলেছে তারা। লিগে সাম্প্রতিক সময়ে ভীষণ অধারাবাহিক লিভারপুল ৩৩তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত, কিন্তু ফ্রোহিয়ান ভিয়েসের শট পোস্টে লাগে। চার মিনিট পর বক্সে প্রতিপক্ষের তুলে হেড করেন অরক্ষিত এই জার্মান এটাকিং মিডফিল্ডার, তবে আটকে দেন গোলরক্ষক। চাপ ধরে রেখে ৬১তম মিনিটে গোলের দেখা পায় লিভারপুল। মোহাম্মদ সালাহর কর্নার ফন ডাইকের হেড গোলমুখে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের মাথায় লেগে জালে জড়ায়। লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে তার গোল হলো সব মিলিয়ে ২৬টি।

আর্সেনালের সঙ্গে আরও ব্যবধান কমাল ম্যানচেস্টার সিটি

দারুণ পারফরম্যান্সে প্রথমার্ধেই ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে নিল ম্যানচেস্টার সিটি। বাকি সময়েও জাল অক্ষত রেখে টানা দ্বিতীয় জয় পেল পেপ গুয়াদিওলার দল।

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বুধবার প্রিমিয়ার লিগে ফুলহামকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। অ্যাটেন্যান সেমেনিও দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান নিকো ও'রাইলি। বিরতির আগেই তৃতীয় গোলাট করেন অর্লিং হলান্ড। দারুণ এই জয়ের পর শীর্ষস্থানের সঙ্গে সিটির ব্যবধান এখন কেবল ৩ পয়েন্টের। ২৬ ম্যাচে ১৬ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে সিটি। ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনাল অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলেছে। গত ডিসেম্বরে ফুলহামের মাঠে নটকীয়তায় ভরা লড়াইয়ে ৫-৪ গোলে জিতেছিল সিটি। আসরে ফিরতি দেখায় প্রতিপক্ষকে অবশ্য কোনো সুযোগই দেয়নি তারা। প্রথমার্ধেই প্রতিপক্ষের জালে সিটি তিনবার বল পাঠালে ম্যাচটা একপেশে হয়ে যায়। একচেটিয়া চাপ ধরে রেখে ২৪তম মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় তারা। কাছ থেকে গোলাট করেন সেমেনিও। দ্বিতীয় গোলেও জড়িয়ে



৬৯তম মিনিটে কিল ফোডেনের পাস পেয়ে, ডি-বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে ঠিকানা খুঁজে নেন হলান্ড। মাঝে সাত ম্যাচে একটি মাত্র গোল করতে পারা নরওয়ের এই তারকা এবার টানা দুই ম্যাচে জালের দেখা পেলেন। এই বছরে প্রিমিয়ার লিগে হলান্ডের এটি তৃতীয় গোল। আগের দুটি করেছিলেন পেনাল্টি থেকে। এবারের প্রিমিয়ার লিগে ২৬ ম্যাচে তার গোল

আইএসএলের আগে শেষ চাল, তিন ভারতীয় ফুটবলকে স্কোয়াডে নিল ওডিশা

ভুবনেশ্বর, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ আগের ফুটবল মরশুমটা একবারেই সুখের থাকেনি ওডিশা এক্সিস। বিশেষ করে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ব্যপ্টে পয়েন্ট নষ্ট করেছিল ওডিশা এক্সিস। ধীরে ধীরে দল ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেও আইএসএলের সুপার সিঙ্গে স্থান করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে উঠে গিয়েছিল মুম্বই সিটি এক্সিস। সেই হতাশা কাটিয়ে গত কলিঙ্গ সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করলে লক্ষ্য থাকলেও ছিটকে যেতে হয়েছিল প্রথম ম্যাচেই। পাঞ্জাব এক্সিসর কাছে পরাজিত হয়ে।

সুপার কাপে নেমেছিল জগদীশের রাজ্যের ফুটবল ক্লাব। কিন্তু সাফল্য মেলেনি। তাছাড়া গত বছরের শেষের দিকেই দল ছাড়েন লোবোরা। পরিবর্তে এখন দলের দায়িত্ব পালন করছেন খেলোয়াড় পুরুষোত্তম। আগত আইএসএলে তাঁর তত্ত্বাবধানে খেলতে নামতে চলেছে দেশের এই প্রথম সারির ফুটবল দল। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের প্রথম ম্যাচ।

নিজস্বের ঘরের মাঠ অর্থাৎ কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে তাঁদের লড়াই করতে হবে প্যান্যাভিওস ডিলমপেরিসের পাঞ্জাব এক্সিসের বিপক্ষে। তাঁর আগে ক্রি ভারতীয় ফুটবলারদের দলে টেনে নিজেদের স্কোয়াড সম্পন্ন করল ওডিশা। যাদের মধ্যে রয়েছে এডউইন সিডনি



সিজমের জন্য বহু আগে থেকেই ঘর গোছানোর কাজ শুরু করেছিল ওডিশা। এক্ষেত্রে নয়। ফুটবলার সই করানোর পাশাপাশি দলের বেশকিছু ফুটবলারদের বিদায় জানাতে মরিয়া ছিল এই ফুটবল দল। সেইমতো গত কয়েক মাসে একাধিক ফুটবলারদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ক্লাব। সময়ের সাথে সাথেই দীর্ঘ হয়েছে সেই তালিকা। সেক্ষেত্রে তৎকালীন কোচ সার্জিও লোবোরার নির্দেশ মতোই দল সাজিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। তাঁদের নিয়েই এবারের এই

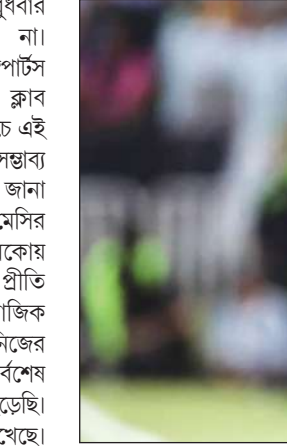
ভঙ্গপল, ভিপি সুহেই এবং তেজস কুর্মা। পূর্বে জামশেদপুর এক্সিসর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুহের। কিন্তু আসন্ন আইএসএলে এবার খেলতে চলেছেন ওডিশা এক্সিসর জার্সিতে। অন্যদিকে, দক্ষিণের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব তথা স্কোয়াইন এক্সিসর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাকি দুই ভারতীয় ডিফেন্ডার। যদিও গত বছরের মাঝামাঝি সময় তাঁদের রিলিজ করে দিয়েছিল আইএসএল জমী এই স্কোয়াইন। কিন্তু এবার তাঁদের উপরেই ভরসা রাখল জগদীশের রাজ্যের দল।

মেসির চোটে পিছিয়ে গেল মায়ামির ম্যাচ

প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি পর্বে শেষ গা গরমের ম্যাচের আগে চোটে পড়েছেন লিওনেল মেসি। এই ম্যাচ খেলার মতো অবস্থায় তিনি নেই। ম্যাচটিই তাই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তুতি ম্যাচ হলেও সেই ম্যাচটি হবে এখন মেজর লিগ সকারের নতুন মরসুম শুরুর পর!

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ আর্জেন্টিনা জাতীয় দল ও ইন্টার মায়ামিকে দুঃসংবাদ দিয়েছেন লিওনেল মেসি। বাঁ পায়ের হামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে গতকাল বুধবার তিনি মায়ামির অনুশীলনে ছিলেন না। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, গত শনিবার ইকুয়েডরের ক্লাব বার্সেলোনার বিপক্ষে মায়ামির প্রীতি ম্যাচে এই চোট পান তিনি। মেসির মাঠে ফেরার সম্ভাব্য সময়সীমা সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য জানা যায়নি। মায়ামির বিবৃতিতে বলা হয়, মেসির চোটের কারণে পুরোটা রিকোয় ইন্ডিপেন্ডিয়েন্ট দেল ডাভালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে নিজের চোট নিয়ে মেসি বলেন, “ইকুয়েডরে সর্বশেষ ম্যাচে চোট পাই, যে কারণে দ্রুত মাঠ ছেড়েছি। এ কারণে ক্লাব এই ম্যাচটি মূলতবিরি রেখেছে। আশা করি, এই ম্যাচের সূচি পুনরায় ঠিক করা হবে এবং দ্রুতই দেখা হবে আর্গেন্টিনার সঙ্গে।” ইন্ডিপেন্ডিয়েন্টের বিপক্ষে প্রাক-মরসুমের এ ম্যাচ আগামী শুক্রবার হওয়ার কথা থাকলেও মেসির চোটের কারণে সূচি পাশ্টে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঠিক করা হয়েছে। জায়ামি

জানিয়েছে, “আগামী কয়েক দিনে মেসির শারীরিক অবস্থা ও উন্নতি দেখে” ধীরে ধীরে তাঁর অনুশীলনে ফেরা নির্ভর করবে। ২১



ফেব্রুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলেস এক্সিসর মুখোমুখি হয়ে এমএলএসে নতুন মরসুম শুরু করবে মায়ামি। মেসির এই চোট নিয়ে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের দৃষ্টিভ্রমের জায়গাও আছে। আগামী ২৭ মার্চ ভারতীয় সময় রাতে ফিলালিসিমো স্পেনের মুখোমুখি হবে

হতে কত সময় লাগবে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে শারীরিকভাবে ৬৮ বছর বয়সী মেসি কতটা সাদা দেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। মায়ামির প্রাক-মরসুমের প্রথম শেষ দিকে এসে মেসির এই চোট আরও একটি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা না

আর্জেন্টিনা জাতীয় দল। টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, এমন চোট থেকে তার আগেই মেসির সুস্থ হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু তাঁর সুস্থ

খেলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এবারের এই প্রাক-মরসুমকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছিলেন মেসি। এই চোট মেসির সেই সিদ্ধান্তে কোনো ভূমিকা রাখবে কি না, তা নিয়েও ভাবনার জায়গা আছে। প্রতিবারের মতো বড়দিন আর্জেন্টিনার রোজারিওতে কাটানোর পর গত ১৭ জানুয়ারি ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রাক-মরসুম শুরু করেন মেসি। এক সপ্তাহ পর প্রথম প্রীতি ম্যাচ খেলেন মাতুতে স্টেডিয়ামে পেরুর ক্লাব আলিয়ানজা লিমার বিপক্ষে, যেখানে তার দল ৩-০ গোলে হেরে যায়। সে ম্যাচে ৬৩ মিনিটে মেসি বদলি হিসেবে মাঠ ছাড়েন। মায়ামির দ্বিতীয় ম্যাচ কলম্বিয়ার মেডেলিনে গত ৩১ জানুয়ারি। সে ম্যাচে আতলেতিকো নাসিওনালের বিপক্ষে ২-১ গোলে জেতে হাভিয়ের মাতেরানোর দল। ৮৭ মিনিট মাঠে ছিলেন মেসি। এরপর গত শনিবার গুয়াকিলে বার্সেলোনার সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে মায়ামি এবং এ ম্যাচেই মেসি চলতি বছরের প্রথম গোলাট করেন। কিন্তু মাঠ ছেড়ে যান ৫৮ মিনিটে। তখন মনে হয়েছিল মেসির সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন মায়ামি কোচ মাতেরানো। কিন্তু এখন জানা গেল, মেসি আসলে চোট পেয়েছেন।